ইনকিলাব

তারিখ 19 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

পাবলিক ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা অভিন্ন নীতিমালায় হলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে

এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই তাদের ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয় ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায়। একটি আসনের জন্য অনেক শিক্ষার্থীকে নামতে হয় ভর্তিযুদ্ধে। ইতিমধ্যে দেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষা নেয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। কোথাও কোথাও ফরম বিতরণ ও ভর্তি পরীক্ষার তারিখও ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু এ ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোনো অভিন্ন নীতিমালা না থাকায় শিক্ষার্থীদের পড়তে হচ্ছে নানা ভোগান্তিতে।

প্রতি বছরই ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের পোহাতে হয় আর্থিক হয়রানিসহ নানা দুর্ভোগ। পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর ভর্তি নিয়ে কোচিং সেন্টারগুলোর বাণিজ্যের অভিযোগ দীর্ঘ দিনের। অভিযোগ রয়েছে উচ্চমূল্য ও অধিক হারে ফরম বিক্রির। এছাড়া ঢাকা ইউনিভার্সিটিসহ কয়েকটি ইউনিভার্সিটিতে ভুয়া ছাত্র ভর্তির প্রমাণও পাওয়া গেছে।

ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের ফরম কিনতে হয় অনেক এবং ইউনিভার্সিটি ভেদে অবতীর্ণ হতে হয় ভিন্ন ধরনের পরীক্ষায়। কারণ কোথাও পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে আবার কোথাও লিখিত পদ্ধতিতে। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়েও ছাত্রছাত্রী এবং তাদের অভিভাবকদের থাকা-খাওয়াসহ বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। এসব সমস্যার মূল কারণ হচ্ছে পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির ক্ষেত্রে কোনো অভিন্ন নীতিমালা নেই। ফলে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি যার যার ইচ্ছামতো ভর্তি পরীক্ষা নিচ্ছে।

বর্তমান সরকার দেশের উচ্চ শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য কয়েকটি প্রশংসাযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে যা বাস্তবায়ন হলে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আসবে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে দেশের ২৮টি স্বায়ত্তশাসিত ও সরকারি ইউনিভার্সিটির জন্য অভিন্ন 'আমব্রেলা অ্যাক্ট অফ পাবলিক ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ' আইন বাস্তবায়নের উদ্যোগ, যা মূলত দেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোর দুর্নীতি, অনিয়ম দূর করে শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য করা হচ্ছে। ভর্তি পরীক্ষার বিষয়টিও অভিন্ন নীতিমালার অধীনে নিয়ে এলে এ ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়ার পাশাপাশি ভোগান্তি অনেক কমে আসবে বলে সবাই বিশ্বাস করেন।

ভর্তি পরীক্ষায় অভিন্ন নীতিমালা প্রণয়নে মেডিকাল কলেজগুলোর দৃষ্টান্ত নেয়া যেতে পারে। দেশের সব মেডিকাল কলেজেই ভর্তি পরীক্ষা হয় অভিন্ন প্রশ্নপত্রের এমসিকিউ পদ্ধতির মাধ্যমে। পরে মেধাক্রম অনুযায়ী বিভিন্ন মেডিকালে ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির সুযোগ পায়। একই পদ্ধতিতে দেশের পাবলিক ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তি পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে গ্রুপ ভিত্তিক আলাদা পরীক্ষা নেয়া যেতে পারে। কাজটি করা গেলে দেশের লাখ লাখ ভর্তিচ্ছু ও তাদের অভিভাবকরা নানারকম হয়রানি এবং ভোগান্তি থেকে রক্ষা পাবে।

দু'একটি ইউনিভার্সিটি শুধু জিপিএর ভিত্তিতে পরীক্ষা নেয়ার চিন্তাভাবনা করছে। এ ব্যাপারে ইউজিসিও পজিটিভ উত্তর দিয়েছে। অথচ জিপিএ ভিত্তিক ভর্তিতে এক ধরনের বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে গ্রামের কম সুযোগ-সুবিধা পাওয়া মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের এ ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া জিপিএ ভিত্তিক ভর্তি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত মেধা যাচাইয়ে সঠিক পদ্ধতি নয় বলেও মনে করেন অনেকে। তাই এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত নেয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। আমরা মনে করি, পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি প্রক্রিয়া এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে মেধার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় এবং সবাই এক নীতিমালার আওতায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়।